



সনাতন ধর্মীয় সকল প্রকার শাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

পেতে আমাদের ফেইসবুক গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন।

গ্রুপে জয়েন করতে নিচের নীল রঙের

[শাস্ত্রপৃষ্ঠা](#) টাইটলে ক্লিক করুন।

[“ॐ শাস্ত্রপৃষ্ঠা”](#)

## SARASWATI PUJA PADDHYATI IN BENGALI



## নিবেদন

বাগ্‌বাদিনী শ্রীশ্রীবাগীশ্বরীর কৃপা ও পূজনীয় ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ সম্বল করিয়া “শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি” প্রকাশ করিতেছি। আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে এ প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। তবে ভরসা এই যে, গ্রন্থখানি বাঁহাদের জন্য, নহে পূজকমণ্ডলীর কার্যোপযোগী হইলেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তাড়াতাড়ি মুদ্রণকার্যের জন্য এবং অন্য ভুল প্রমাদের জন্য আমি ক্ষমার্থ। বারান্তরে উহা অবশ্যই সংশোধন করা হইবে।

ইতি আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী  
প্রকাশক

হস্তিবাচন	৫	মাঘস্তুত্বলি	১০	করন্যাস	১৬	কাওরোপণ মন্ত্র	২১
হস্তিস্ত	৫	আসনতুষ্টি	১১	অঙ্গন্যাস	১৭	সূত্রবেষ্টন মন্ত্র	২২
সাক্ষ্যমন্ত্র	৬	পুষ্পতুষ্টি	১১	ব্যাপকন্যাস	১৭	আবাহন	২২
বরণ	৬	প্রাণায়াম	১২	ঋষ্যাদিন্যাস	১৭	চক্ষুর্দান	২৩
সকল	৭	ভূততুষ্টি	১২	ধ্যান	১৭	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	২৩
সকলস্তুত	৭	মাতৃকান্যাস	১৩	মানসপূজা, বিশেষার্থ	১৮	গণেশাদির পূজা	২৪
পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	৮	অস্ত্রমাতৃকান্যাস	১৩	পীঠপূজা	১৯	ঋধান পূজা	২৬
সামান্যার্থ	৮	বাহ্যমাতৃকান্যাস	১৪	বেদীশোধন	২০	পুষ্পাঞ্জলি, প্রণাম মন্ত্র	২৯
দ্বারপূজা	১০	সংহারমাতৃকান্যাস	১৫	কিতানশোধন	২০	হোম	৩০
বিদ্যাপসারণ	১০	পীঠন্যাস	১৬	ঘটস্থাপন	২০	সরস্বতী স্তোত্রম্ ও কবচ	৫৪

## ফর্দমালা

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ ১, তিল, হরিতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীরকাঠি ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সমীষ ডাব ১, এক সরা আতপ চাউল, পুষ্পদি, আসনাজুরীয়ক ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সরস্বতী শাটী ১, নারায়ণের ধূতি ১, চন্দ্রমাল্য ১, বিশ্বপত্রমালা ১, থালা ১, গেলাস ১, শঙ্খ ১, লৌহ ১, নথ ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, ফুল, আবির, ল, মধ্যাসার ও লেখনী, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যমৃত ২৫০ গ্রাম, পান, পানের মশলা, হোমের বিশ্বপত্র ২৮, কপূর, পূর্ণপাত্র ১ ও দক্ষিণা।

## শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাপদ্ধতি

হস্তিবাচন—মাঘমাসে শুক্লাপক্ষমী তিথিতে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ হস্তে কুশাজুরীয়ক ধারণ করিয়া নারায়ণে (শালগ্রামশিলায়) গন্ধপুষ্প দিয়া তাত্রপাত্র (কুশীতে) আতপতুল লইয়া হস্তিবাচন করিবে, যথা—“কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্মণি ও পূণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ও পূণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ও পূণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ও পূণ্যাহম্, ও পূণ্যাহম্, ও পূণ্যাহম্, ও পূণ্যাহম্।। ও কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্মণি ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি, ও হস্তি, ও হস্তি।। ও কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্মণি ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও হস্তি, ও হস্তি, ও হস্তি।।” মন্ত্রপাঠ করিয়া আতপচাউল বিকীরণ করতঃ যবেদোক্ত স্তুতপাঠ করিবে।

হস্তিস্ত (সাম)—“ও সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমবারভামহে। আদিত্যং বিশ্বং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ও হস্তি ন ইচ্ছো বৃজ্রবাঃ হস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ হস্তি নস্তাক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ হস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ও হস্তি, ও হস্তি, ও হস্তি।।”

(যজু)—“ও স্বস্তি ন ইম্মো বৃক্ষশব্দাঃ স্বস্তি নঃ পৃথা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্কো অরিত্তনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাভু।। ও গণানাত্মা গণপতিও হবামহে, প্রিয়াণাত্মা প্রিয়পতিও হবামহে, নিখিনাত্মা নিখিপতিও হবামহে। বসো মম।। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি।।” পরে কৃতাজ্জলি হইয়া সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবে।

সাক্ষ্যমন্ত্র—\*“ও সূর্য্যঃ সোমো যমঃ, কালঃ সঙ্ক্যে ভূতান্যহ স্বপা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকশং স্বচরামরায়। ব্রাহ্মণ শাসনমাহ্বায় কল্পধর্মিহ।।”

বরণ—কর্তা স্বয়ং পূজাকরণে অশক্ত হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবে। কর্তা পূর্বাস্যে এবং বৃত ব্রাহ্মণ উত্তরাস্যে উপবেশন করিবে। কর্তা কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে “ও সাধুবনাত্মা।” বৃত ব্রাহ্মণ বলিবে “ও সাধবহমাসে।” কর্তা বলিবে “ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ও অর্চয়।” কর্তা গন্ধপুষ্প, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাদুরীয়ক গ্রহণ করিয়া “এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদুরীয়কযজ্ঞোপবীতানি ও ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণ বলিবে “ও স্বস্তি।” পরে কর্তা আতপচাউল

\* স্বী ও শৃঙ্গপক্ষে সর্বত্র কেবল, “স্বস্তি” শব্দ প্রয়োগ করিবে। “পুণাহং, সন্নিধিৎ ও স্বস্তিঃ” এই শব্দ “ও” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। “ও” পরিবর্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ হইবে।

হইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবে—যথা, “বিশ্বরৌ তৎসদ্য মাযেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কলিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজাককর্ম্মনি পূজককর্ম্ম (তন্ত্রধারককর্ম্ম) করণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেতির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।” বৃত ব্রাহ্মণ বলিবে “বৃতোহস্মি।” কর্তা কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে “ও যথাবিহিত পূজককর্ম্ম (তন্ত্রধারককর্ম্ম) কুরু।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ও যথাজ্ঞানং করবামি।।” অতঃপর সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প—তাত্রপাত্র কুশ, তিল, ফল (হরিতকী), পুষ্প ও জলাদির দ্বারা পূর্ণ করতঃ পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া পূর্বাস্যে বা উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিশ্বরৌ তৎসদ্য মাযেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককামঃ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজককর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে “অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য করিষ্যামি”)। অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য।

সঙ্কল্পসূক্ত (সামবেদি)—“ও দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবস্ত্যসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধরমুপবা পূণধর্ম্মাদিহো দেব ওহতে।। ও অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।”

যজুর্বেদি—“ও যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি সৈবং তদুস্তুস্য তথৈবতি, দূরমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মৈ মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্ত। ও অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।” পরে স্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবে।

পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—(সামবেদি)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ও গাবশ্চিদ্ যা সমন্যবঃ, সজাতোহন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।। দুহ—ও সবন্ধবঃ গব্যো যু নো যথা পুরোশ্বরোত রথয়া। বরিকস্যা মহোদান্।। দধি—ও দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিহোরক্ষস্য বাজিনঃ। সূরতি নো মুখাকরোং প্রণ আয়ুং বি তারিষৎ।। ঘৃত—ও ঘৃতবতী ভুবনানামভিপ্রিয়ৌর্ষী, পৃথ্বী মধুদ্যে সুপেশস্য। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিশ্বভিতে অভজ্রে তুরিরেতসা।। কুশোদক—ও দেবস্য হা সবিতুঃ প্রসবেহম্বিনোবাচ্ছত্যাং পুষ্টো হস্ত্যভ্যায় গৃহামি।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ করিবে।

যজুর্বেদি—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ও গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টিং করীষিধীম্। ইন্দ্ররীং সর্বভূতানাং তামিহোপহুয়েশ্রিয়ম্।। দুহ—ও আপ্যায় সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষাং ভবা বাজস্য সঙ্কথে। দধি—ও দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিহোরক্ষস্য বাজিনঃ। সূরতি নো মুখাকরোং প্রণ আয়ুং বি তারিষৎ।। ঘৃত—ও তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিহং দেবানামনাধুষ্ঠং সেবয়জনমসি। কুশোদক—ও দেবস্য হা সবিতুঃ প্রসবেহম্বিনোবাচ্ছত্যাং পুষ্টো হস্ত্যভ্যায়াদদে।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ। পরে সামান্যার্থ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্থ্য—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া মণ্ডলে “ও আধারশক্তয়ে নমঃ, ও কুম্ভায় নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিবৌ

নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে (এং) মূলমন্ত্রে অথবা ও মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ করিয়া “ও অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ” ও উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে নমঃ, ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া পাত্রস্থ জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করতঃ ধেনুমূত্রা, যোনিমূত্রা, অবগুষ্ঠনমূত্রা



ধেনুমূত্রা



যোনিমূত্রা



অবগুষ্ঠনমূত্রা



মৎস্যমূত্রা



অকুশমূত্রা

ও মৎস্যমূত্রা প্রদর্শন করতঃ অকুশমূত্রায় “ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নশ্বমে সিদ্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।” মন্ত্রে তীর্থবাহন করিয়া পাত্রস্থ জল দ্বারা পূজোপকরণ ও নিজেই অকুশল করিয়া দ্বারপূজা করিবে।



**দ্বারপূজা**—জলদ্বারা “ফটু” মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করতঃ দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে, যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও গাং গণেশায় নমঃ” এইক্রমে “ও মহালক্ষ্ম্যে নমঃ, ও সরস্বতৌ নমঃ, ও বিদ্যায় নমঃ, ও ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ও গাং গঙ্গায় নমঃ, ও যাং যমুনায় নমঃ, ও অগ্নায় নমঃ।” অশস্তপক্ষে “ও দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ” পরে বিদ্যাপসারণ করতঃ মাষভক্তবলি প্রদান করিবে।

**বিদ্যাপসারণ**—মূলমন্ত্রে (এং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিদ্ব, “ও অগ্নায় ফটু” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিদ্ব ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিবে। ভৌমবিদ্ব অপসারণ করিবে।

**মাষভক্তবলি**—ভূমিতে স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি নূতন মৃৎপাত্রে বা বিশ্বপত্রে মাষকলাই, দধি ও আতপচাউল একত্র করতঃ স্থাপন করিবে। পরে ভূতগণের আবাহন করিবে, যথা—“ও ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধন্ত ইহসন্নিধন্তাধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহীত।।” অতঃপর “বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে শোধান, “এতে গন্ধপুষ্পে ও মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতদধিপত্যয়ে ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “এষ মাষভক্তবলি ও ভূতাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া পাঠ্য—“ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ তে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ ময়াদন্ত

বলিরেষ প্রসাবিতাঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ বলিভিক্ষাপ্রতিপত্তয়া। দেশাদমাং বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্।। এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ। ও ভূতাদয়ঃ কমধম।।” অতঃপর কিছু অক্ষত বা শ্বেতসর্বপ গ্রহণ করিয়া “ও অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্বকর্জরস্তে নশ্যন্ত শিবাঙ্জয়া।। ও বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।। অপসর্পন্ত তে সর্বক চণ্ডিকাশ্চৈব তাদিতাঃ।।” মন্ত্র পাঠ করতঃ “ফটু” মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইয়া দিয়া আসনগুচ্ছ করিবে।

**আসনগুচ্ছ**—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া “ও আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলোপরি আসন স্থাপন করতঃ আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ্য, যথা—“অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠাখ্যিঃ সূতলং ছন্দঃ কুর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও পৃথিব্যা ধৃতালোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ইক্ষ্ব ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।” (বামে) “ও গুরুভ্যো নমঃ, ও পরমগুরুভ্যো নমঃ, ও পরাপরগুরুভ্যো নমঃ”, (দক্ষিণে) “ও গণেশায় নমঃ”, (মাথো) “ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর “ফটু” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করতলদ্বয় শোধান করতঃ ছোটিকার দ্বারা (তুড়ি) দশদিশ্বক্ষন করতঃ পুষ্পগুচ্ছ করিবে।

**পুষ্পগুচ্ছ**—পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করতঃ “পুষ্পকেতু রাজার্তে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হং” মন্ত্রে পুষ্প

স্পর্শ করিয়া “ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পুষ্পসম্ববে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হং ফটু স্বাহা।।” মন্ত্রে পুষ্প শোধান করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

**প্রাণায়াম**—দক্ষিণনাসাপট ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র (এং) ষোড়শবার জলদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করতঃ চতুষ্টয়বিবার জপদ্বারা কুন্তক করিয়া, দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপটে বায়ু রেচন করিবে। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপটে বায়ু পূরণ করিয়া উভয়নাসা রুদ্ধ করতঃ কুন্তক করিবে এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া কুন্তক করিয়া দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরণকৈ ষোড়শ, কুন্তকৈ চতুষ্টয়ি ও রেচকৈ দ্বাত্রিংশবার করিতে হয়। অসমর্থপক্ষে একবার করিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশস্তপক্ষে ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুষ্টয়িবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশবার স্থলে আটবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অতঃপর ভূতভক্তি করিবে।

**অথ ভূতভক্তি**—রং ইতি জলধারয়া বহিঃপ্রাকরং বিচিন্ত্য থাকে উত্তানৌ কদৌ কৃতা হংস ইতি মন্ত্ৰেণ জীবাধ্বানং হনরহঃ দীপকলিকাকারং মূলধারহ কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুসুদ্রা-বর্ধনা মূলধারহাধিষ্ঠানমগিপূরকনাহত-বিশুদ্ধাজাখ্য যটচক্রাণি ভিত্তা শিরোবহিঃ-তাদ্যোমুখ সহস্রদলকমলকর্নিকান্তর্গত পরমাশ্বনিসংযোজ্য তদ্বৈব পৃথিব্যাশ্বেজ্যাব্যাকাকশগন্ধরসরূপস্পর্শেন্দ্রনাসিকাজিহ্বাচক্ষুশ্রোত্র-

বাকপাণিপানপায়ুপহ প্রকৃতিমনোবুদ্ধাহ্জাররূপচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি জীলানি বিভাব্য দক্ষিণনাসাপটং ধৃতা যমিতি বায়ুবীজং ধূতবর্ণং বামননাসাপটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপটৌ ধৃতা তস্য চতুষ্টয়বিবারজপেন কুন্তকং কৃতা, বামকৃক্ষিহ কৃক্ষবর্ণ পাণপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপটে রমিতি বহিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপটৌ ধৃতা তস্য চতুষ্টয়বিবারজপেন কুন্তকং কৃতা, পাণপুরুষেণ সহ দেহং দম্ব্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন বামননাসয়া ভ্রমেন সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চক্রবীজং ওজ্রবর্ণং বামননাসাপটে তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীভা, নাসাপটৌ ধৃতা যমিতি বক্শবীজস্য চতুষ্টয়বিবারজপেন কুন্তকং কৃতা তৎপ্রাচলাটস্থচন্দ্রাঙ্গলিতসুদ্রা মাতৃকাবর্ণাধিক্য সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথিবীজস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দেহং সুপূর্ণং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ, হংসঃ ইতি মন্ত্ৰেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদিনী চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ।।” পরে ন্যাসাদি করিবে।

**মাতৃকান্যাস**—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মখবিগার্যত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ও ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ও গায়ত্রৌচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ও মাতৃকা-সরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ। ওম্ভে—ও হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ও স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাস্তে—ও অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।

**অন্তর্মাতৃকান্যাস**—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঋং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং

জং ষং এং টং ঠং ইতি হ্রস্বে। ডং ঢং গং তং ধং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং ষং সং ইতি মূলধ্বরে। হং ঙং ইতি ব্রুম্ভো।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ও পঞ্চাশদ্বিগিত্তিবিভক্তমূল্যে পঞ্চাশৎকল্পলাং ভাষ্যমৌলিনিবন্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুসত্তনীম্। মুদ্রামক্ষণং সূচ্যাকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাভুজৈর্কিলাণং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।। অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুর্যোঃ), উং ঊং নমঃ (কর্ণ্যোঃ), ঋং ঞং নমঃ (নাসাঃ), ঙং ঙং নমঃ (গণ্ড্যোঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), ষং নমঃ (কূর্ণরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্ণরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঙং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোক্তমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুলফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), তং নমঃ (বামোক্তমূলে), ধং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুলফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষত্বক্ষে), লং নমঃ (ককুদি), ষং নমঃ (বামত্বক্ষে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষত্বক্ষে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামত্বক্ষে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদিদুরে) ঙং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে)।।

সংহারমাতৃকান্যাস—ও অক্ষয়জং হরিশপোতমদ্রটঙ্কং, বিদ্যাং কটেরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্ধেন্দ্রমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্।। ঙং নমঃ—হৃদয়াদিমুখে, লং নমঃ—হৃদয়াদিজঠরে, হং নমঃ—হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে, সং নমঃ—হৃদয়াদিদক্ষিণপাদাগ্রে, যং নমঃ—হৃদয়াদিবামকরাগ্রে, ষং নমঃ—হৃদয়াদিদক্ষিণকরাগ্রে, বং নমঃ—বামত্বক্ষে, লং নমঃ—ককুদি, রং নমঃ—দক্ষিণত্বক্ষে, যং নমঃ—হৃদি, মং নমঃ—উদরে, ভং নমঃ—নাভৌ, বং নমঃ—পৃষ্ঠে, ফং নমঃ—বামপার্শ্বে, পং নমঃ—দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ—বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ধং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ—গুলফে, থং নমঃ—জানুনি, তং নমঃ—বামপাদমূলে, বং নমঃ—দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, চং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ—গুলফে, ঠং নমঃ—জানুনি, টং নমঃ—দক্ষপাদমূলে, ঞং নমঃ—বামকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ষং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ—বামমণিবন্ধে, ছং নমঃ—কূর্ণরে, চং নমঃ—বামবাহুমূলে, ঙং নমঃ—দক্ষিণকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ঘং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ—দক্ষমণিবন্ধে, ঙং নমঃ—কূর্ণরে, কং নমঃ—দক্ষবাহুমূলে, অঃ নমঃ—মুখে, অং নমঃ—মস্তকে, ঔং নমঃ—অধোদন্তপঙ্ক্তৌ, ওং নমঃ—উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ, ঐং নমঃ—অধরে, এং নমঃ—ওষ্ঠে, ঈং নমঃ—বামগণ্ডে, ঙং নমঃ—দক্ষিণগণ্ডে, ঞং নমঃ—বামনাসাপৃষ্ঠে, ঙং নমঃ—দক্ষিনাসাপৃষ্ঠে, উং নমঃ—বামকর্ণে, উং নমঃ—দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ—বামনেত্রে, ইং নমঃ—দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ—মুখবৃত্তে, অং নমঃ—ললাটে।

পীঠন্যাস—হৃদয়ে—ও আধারশক্তয়ে নমঃ, ও প্রকৃতি নমঃ, ও কুর্মায়া নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যে নমঃ, ও ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ও স্বেতদ্বীপায় নমঃ, ও মণিমণ্ডপায় নমঃ, ও কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ও মণিবেদিকায় নমঃ, ও রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণত্বক্ষে—ও ধর্ম্মায় নমঃ। বামত্বক্ষে—ও জ্ঞানায় নমঃ। বামোক্তমূলে—ও বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোক্তমূলে—ও ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ও অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ও অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ—ও অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ও অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনর্হৃদয়ে—ও অনন্তায় নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ, ও অং অর্কমণ্ডলায় ঘাসনকলায়ানে নমঃ, ও উং সোমমণ্ডলায় বোড়শকলায়ানে নমঃ, ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, সং সত্যায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আয়নে নমঃ, অং অন্তরায়নে নমঃ, পং পরমায়ায়নে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানায়নে নমঃ। ও মেধায়ৈ নমঃ, ও প্রজায়ৈ নমঃ, ও প্রভায়ৈ নমঃ, ও বিদ্যায়ৈ নমঃ, ও ত্রিণ্যে নমঃ, ও ধৃত্যে নমঃ, ও স্মৃত্যে নমঃ, ও বুদ্ধ্যে নমঃ। মণ্ডে—ও বিবেচ্যে নমঃ। তদুপরি—ও বর্ণকমলাসনায় নমঃ।।

করন্যাস—ও অং কং ষং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ও ইং চং ছং জং ঙং এং ঈং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। ও উং টং ঠং ডং ঢং গং উং মধ্যমাভ্যাং বর্ষট্। ও এং তং ধং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হ্রীং। ও ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ও অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঙং অং অঙ্গায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ও অং কং ষং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ও ইং চং ছং জং ঙং এং ঈং শিরসে স্বাহা। ও উং টং ঠং ডং ঢং গং উং শিখায়ৈ বর্ষট্। ও এং তং ধং দং ধং নং ঐং কবচায় হ্রীং। ও ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রহরায় বৌষট্। ও অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঙং অং অঙ্গায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস—গন্ধপুষ্প লইয়া প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র ( ও ঐ ) উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত, অনন্তর নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত উভয় কর দ্বারা সাতবার অথবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীশ্রীসরস্বতীমন্ত্রস্য কণ্ঠস্থিঃ বিরাড়্ গায়ত্রীজ্ঞপ্তঃ, শ্রীশ্রীবাণীশ্রীসেবতা মম কবিত্বশক্তিবৃদ্ধয়ে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজায়াঃ বিনিয়োগঃ। (শিরসি) “ও কথায় ঋষয়ে নমঃ।” (মুখে) “ও বিরাড়্ গায়ত্রীজ্ঞপ্তসে নমঃ।” (হৃদি) “ও বাণীশ্রীসেবতায়ৈ নমঃ।”

স্থান—“ও তরুণশকলিমণ্ডোর্ব্রতীশ্রীশ্রীশ্রীঃ। কুচভরমতিভ্রী সল্লিযন্ত্রা সিতাশ্ৰে ॥ নিভকরকমলোদ্যায়ৈবনী পুষ্টকত্রীঃ। সকল বিভবসিদ্ধে পাতু বাগ্‌দেবতা নমঃ ॥” পরে মনসাপূজা করতঃ বিশেষার্থ স্থাপন করিবে।

মানসপূজা—মূল্যবান ইহঁতে ব্রহ্মরূপ পৰ্য্যাপ্ত বিমূৰ্ছণ কুণ্ডলিনীশক্তিকে চিত্তা করিয়া ধীয হংসদে পূজ্যীয় দেবতাকে রত্নবৌকার উপর সংস্থিত এইরূপ ভাবনা করতঃ। যথাক্রমে কুণ্ডলিনীপাত্র বারি পান্য, মনকে অর্থা, সম্বলনস্থিত স্থানকে আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাক্রম অহিংসাদি নির্মলগুণসকলকে পুষ্প, প্রাণবায়ুকে হুপ, তেজস্বরূপ দীপ, অমৃতরূপ নৈবেদ্য, আকাশরূপ চামর, সূর্য্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র এবং অনাহতক্ষণিতরূপ ঘণ্টা নিবেদন করিবে।

বিশেষার্থ্য—স্বামে ত্রিকোণমণ্ডল করতঃ তদুপরি ত্রিপিঙ্গা স্থাপন করিয়া “কৃৎ” মন্ত্রে শব্দাদি অর্থ্যপাত্র স্থাপন করিয়া “নমঃ” মন্ত্রে পাঠে গন্ধপুষ্পদুর্বার্হত্যাদি স্থাপন করিবে। পরে বিলামমাতৃকা পাঠ করতঃ জল দ্বারা শব্দ পূরণ করিবে, যথা—“কং হং সাং হং শং বং লং রং যং ঞং ভং বং ফং পং নং ধং মং ঙং তং ণং চং ভং ঠং টং ঞ্জং ঝং জং ছং চং ঙ্গং ঘং গং বং কং ঞ্জং অং ঐং ওং ঐং এং ঈং ঐং ঋং ঌং ঍ং ইং আং অং অং নমঃ।” অতঃপর মূলমন্ত্রে (ঐং) পুনরায় বিভাগ পূরণ করিবে। পরে শব্দাদি পাঠে “ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ”, জলে “ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে নমঃ”, ত্রিপিঙ্গাতে “ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ” গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া অঙ্কুশমুদ্রায় (পৃঃ ৯) “ওঁ গমে চ যমুনে ঠেব গোদাবরি সরস্বতী। নশ্বৰ্শে সিদ্ধকাৰেখি জলেহশ্বিন্ সন্নিধিং কুরু” মন্ত্রে সূর্যমণ্ডল হইতে তীর্থাদির আবাহন করতঃ জলে দেবীর ধ্যান করিয়া “হং” মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, (পৃঃ ৯) বৌধট্ট” মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া জলে দেবতার পূজা করতঃ মৎস্যমুদ্রায় (পৃঃ ৯) আচ্ছাদন করিয়া দেবীর মূলমন্ত্র দশবার

জন করিবে। অতঃপর “বং” মন্ত্রে ধেনুমূত্রায় ( পৃঃ ৯) অমৃতীকরণ করিয়া উক্ত জল শ্রোত্রস্বীপাত্রে (কোশায়) কিঞ্চিত রক্ষা করিবে এবং নিম্নোক্তে ও পূজোপকরণসমূহ অভ্যাস করিয়া গীঠপূজা করিবে।

শীঠপূজা—গন্ধপুষ্প দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ও মণ্ডলায় নমঃ” মন্ত্রে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বা অষ্টদলপদ্মে পূজা করিয়া উক্ত  
 মণ্ডলে শীঠপূজা করিবে। যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ একুতো নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে  
 নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমন্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবৈদীক্যৈ  
 নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। অগ্নাদিকোণচতুষ্টয়ে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামকক্ষে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।  
 বামোক্ষমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোক্ষমূলে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ।  
 বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। মध्ये—  
 ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাস্থানে নমঃ, ওঁ উৎ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাস্থানে  
 নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ, ওঁ সং সত্যায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ অং আস্থানে নমঃ, ওঁ  
 অং অজ্ঞরাস্থানে নমঃ, ওঁ পং পরমাস্থানে নমঃ, ওঁ ক্রীং জ্ঞানস্থানে নমঃ। পূর্ব্বদিক অষ্টকেশব্রে—“ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ,



## गान्धिनीभूषा

ওঁ প্রজায় নমঃ, ওঁ বিদ্যায় নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃতৌ নমঃ, ওঁ স্মৃতৌ নমঃ, ওঁ বৃত্ত্যৈ নমঃ।" মাত্রে—“ওঁ বিনোদন্যৈ নমঃ।  
তদপরি—“ওঁ বর্ষকমলাসনায় নমঃ।” অতঃপর বেদীশোধন ও বিতানশোধন করিয়া বসেবোম্ভ মন্ড্রে ঘট স্থাপন করিবে।

বেদীশোধন—ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বহিরিচ্ছিন্নম্। যুপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রীতোহগ্নিরগ্নিনা।

বিতানশোধন—ও উৰ্ধ্ব উ য় ণ উত্নয়ে, তিষ্ঠা দেবো না সবিতা। উৰ্দ্ধো বাহস্য সবিতা যদজ্জিভিৰ্বাঘজ্জিৰ্বিহ্যামহে।

ঘটস্থাপন সামবেদি—ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ্য—ওঁ মহির্বাণীবরভক্ত্যাক্যং মিত্রস্যার্যাম্ । নঃ দুরাধৰ্ষং বরুণস্য । ধান্য—ওঁ ধানবন্তং করচ্ছিপমপূৰ্ণবস্ত্রমুকুথিং, ইন্দ্রে প্রাতঃজুব্ধং নঃ । ঘট—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অৰ্ঘ্যভিশিঃ । ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥ জল—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা । ধৃতেগাবুতি—মুক্ততম্ । মক্ষারজাসি সুকৃতু । পল্লব—ওঁ অয়মুর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীবফলিনী ভব । পর্ণং বনস্পতে নুস্ত চ সূতাং রয়িঃ । ফল—ওঁ ইদং নরোনোমিতাহবন্তে, যৎপর্যায়ুনজতে শিরস্ত্রাঃ । শূরো নৃষাভা শ্রবসশ্চকাম । আগোমতি ব্রজে ভজা হুং নঃ । বস্ত্র—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাং স উ শ্বেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তং ধীবাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বায্যো মনসা দেবয়ন্তঃ । সিন্দুর—ওঁ সিন্ধোরচ্ছাদ্যে পতয়ন্তুমক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্স্ গৃহ্নতে ॥ পুষ্প—ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমন্ । স্থিরীকরণ—ওঁ আবাতঃ পূর্যবসো বয়মিত্র প্রণেতঃ অসিস্তাতহরীণাম্ । কৃতাজ্জলি ইহ্মা পাঠ্য—“ওঁ সৰ্বভীর্থোত্ত্বং বারি সৰ্বদেবীসমম্বিতম্ । ইমং ঘটং সমারভ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥

যজুর্বেদি। ভূমি—ও ভূরাস ভূমিরাসদিতরিসি বিশ্বধারা বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্মী। পৃথিবীং যজ্ঞ দণ্ডং, পৃথিবীং মা হিণ্ডংসীঃ॥  
 ধান্য—ধান্যাসি ধিনুহি সেবান্ ধিনুহি যজ্ঞপতিম্। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্। কনক—ও আ ক্রিয় কনকং, মহাত্মা বিশ্বজিৎসবঃ। পূনরুজ্জ্ব-  
 নিবর্জং সা নঃ সহস্রং ধুকোকধারা পয়স্বতী, পূনর্য্য বিপতায়সি॥ জল—ও বরুণস্যোত্তমমসি। বরুণস্য স্বস্তসজ্জনী হুঃ। বরুণস্য  
 ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীৎ। পল্লব—ও ধবনা গা ধবনাজিৎ জয়েম, ধবনা তীত্রাঃ সমসো জয়েম। ধনুঃ শরোরপকামং  
 কৃণোতি। ধবনা সর্বাঃ প্রমিথো জয়েম। ফল—ও যাঃ ফলিনার্য্য অকলা অপূপা যাস্ত পূপিনীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাতা নো মুক্তত্বগুংহস\*।  
 সিন্ধুর—ও সিন্ধোরিব প্রাঞ্চমে শূন্যন্যো বা তপ্রমিয়ঃ পত্যন্তি যথাঃ। যুতস্য ধারা অরুণো না বাজী কাষ্ঠাভিন্দুমুদ্রিতিঃ  
 পুষ্প—ও শ্রীশ্চতে লক্ষীশ্চ পদ্মা অহোরাত্রৌ পার্শ্বে নন্দ্যানি রূপমধিনৌ ব্যাক্তম্। ইষমিষাণ মুখইষাণ সর্বলোকসইষাণ। বহু—ও  
 যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাং স উ প্রেয়ানঃ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি বাঘ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। স্থিরীকরণ—  
 “ও স্থিরো ভব বিড়ল আন্তর্ভব রাজ্যকর্ন পুথুর্ভব সুধদময়েঃ পূরীষবাহনঃ”। কৃতাজলি ইইয়া পাঠ্য—“ও সর্কতীর্থোদ্ধবং বারি  
 সর্কসেবসমধিতম। ইমং ঘটং সমাক্রান্ত তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ”। অতঃপর কাণ্ডোপাণ ও সূত্রবেষ্টন মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর আবাহন করিবে।

কাণ্ডরোপণ মন্ত্ৰ—কাণ্ড অর্থাৎ তীরকাটি স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং ধরোহস্তী পুরুষঃ পুরুষম্পরি। এবানো  
দুর্কে প্রভনু সহস্রেন শতেন চ॥



সূত্রবেষ্টন মন্ত্র—সূত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ও সূত্রমাংস পৃথিবীং দ্যামনেহসং সূত্রান্নমদিতং সূত্রশীতিম্। দেবীং নাবং  
যত্রিহামানাগমগতবন্তি মা কহেমা স্বস্তয়ে॥”

আবাহন—কুশমুদ্রা পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্র (এং) উচ্চারণপূর্বক পুষ্প দেবীর অবস্থানে চিত্তা করিয়া

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি



আবাহনীমুদ্রা



হাপনীমুদ্রা



সমিখাপনীমুদ্রা



সমিখাপনীমুদ্রা



সমিখাপনীমুদ্রা



কুশমুদ্রা



পরমীকরণমুদ্রা

পুষ্প ঘটে স্থাপন করিবে। অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবতার আবাহন করিবে, যথা—“ও ভূভুবঃস্বর্ভগবতি  
সরস্বতীদেবী স্বকীয় পরিবারগণসহিত। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনী মুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (হাপনীমুদ্রা), ইহসমিখিহে (সমিখাপনী

মুদ্রা), ইহসমিকরণ্য (সমিগোথনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখীকরণী মুদ্রা)।” অতঃপর “তং” মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা  
(পৃঃ ৯) প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর স্বভঙ্গন্যাস করতঃ “বং” মন্ত্রে, ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ৯) ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর  
কৃতান্তলি ইহয়া পাঠ্য—ও দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমবৃতি। যাবদ্যং পূজয়িষ্যামি তবত্বসুস্থিরা ভব॥” অতঃপর চক্ষুর্দর্শন ও  
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

চক্ষুর্দর্শন—কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কজ্জল গ্রহণ করিয়া অগ্রে উর্ধ্বনেত্রে, পরে বামনেত্রে এবং তৎপরে দক্ষিণনেত্রে চক্ষুর্দর্শন  
করিবে। মন্ত্র যথা, উর্ধ্বনেত্রে—“ও কয়া নশিত্য আভুবনৃতী সদাবুধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃত্তা॥” বামনেত্রে—“ও আ পায়স্য সমেতু  
তে বিশ্বতঃ সোমবুধঃ। ভবা বজ্রস্য সঙ্গথে॥” দক্ষিণনেত্রে—“ও চিত্রং দেবানামুদলনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাম্বেঃ আ প্রা দ্যাভাণুধিবী  
অন্তরীক্ষং সূর্য আতা জগতত্ত্ববৃন্দা॥”

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্পাদি গ্রহণ করতঃ প্রতিমার মস্তকে দেবতার মূলমন্ত্র (এং) অষ্টোক্তর  
শতবার জপ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিমার মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া  
অম্লত ও অনানিকা দ্বারা দেবীপ্রতিমার হৃদয় অথবা কপোল স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা  
করিবে, যথা—“ও আং হ্রীং, ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ও আং হ্রীং ক্রোং



লেলিহা মুদ্রা

যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো জীব ইহস্থিতা॥ ও আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ  
শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো সাক্ষেত্রিয়াণি ইহস্থিতানি। ও আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো  
বাহননন্দকুস্তকগোত্রায়প্রাণা ইহাগতা সুখং চিত্রং তিষ্ঠন্ত স্বাধা॥” অতঃপর লেলিহামুদ্রায় প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ্য,  
যথা—“ও মনোজ্যোতির্ভূতামাজাস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোহরিতং যজ্ঞঃ সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তমোম প্রতিষ্ঠা॥  
অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত, অসৌ প্রাণা ক্ষরন্ত চ। অসৌ দেবহংসংখ্যায়ৈ স্বাধা॥ ও হংসঃ শুচিবদ্ধসুরস্তুরিক্সকোতা বেদিসদতিখির্লোপসং।  
নৃষরসদন্ত সোধোম সদজ্ঞা গোজ্ঞা কজ্ঞা স্বতং বৃহৎ॥ ও প্রতিক্ষিযুঃ স্ববতে বীর্ঘোম মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোক্ষুঃ ত্রিষু  
বিক্রমশেধুবিষ্কিযন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ও বিষ্ণুর্ঘোনিং কল্পরত্নং তুষ্টা রূপানি সিংগতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতিধাতা গর্ভং দধাতু তে। ও  
ব্রাহ্মকং যজ্ঞমহে সুগন্ধিং পৃষ্ঠিবর্ধনম্। উর্ধ্বককমিববন্ধনান্যুতোমুক্ষীরমাবমৃতং স্বাধা॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ্য॥ অতঃপর গণেশাদি  
পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া প্রধান পূজা আরম্ভ করিবে।

গণেশাদির পূজা—গণেশের ধ্যান, যথা—“ও” স্বর্বাং মূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লঘোদরং, সুন্দরং প্রসাদমদগচ্ছনুত মধুপ  
ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাবাতবিদারিতারিক্ষিঃ সিন্দুরশোভাকরং, বদনং শৈলসূতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥” এই ধ্যান পাঠ  
করিয়া “এম গচ্ছঃ ও গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও গণেশায় নমঃ, এব ধূপঃ ও গণেশায় নমঃ, এব দীপঃ ও গণেশায় নমঃ,

এতন্নৈবেদ্যম্ ও গণেশায় নমঃ, মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিবে, যথা—“ও একদন্তং মহাকায়ং লঘোদরং গজাননম্।  
বিদ্যনাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥ অনন্তর সূর্য্যের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ও রক্তাধ্বজাসনমমশেষতপৈকসিদ্ধি, তানুং  
সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মধরাভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিমরুণাসুচিৎ ত্রিনেত্রম্” ধ্যান পাঠ করিবে “এম গচ্ছঃ ও  
শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। “ও জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদুতিম্। ক্ষান্তরিং  
সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি নিবাকরম্॥” অনন্তর বিষ্ণুর পূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ও ধোয়ং সঙ্গা সবিভূতমণ্ডলমধ্যাক্ষী নারায়ণং  
সরসিজাসন সন্নিবিষ্টং। কেয়ুরকনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ভূতশঙ্খচক্র॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “এম গচ্ছঃ ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ”  
ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া “ও নমো ব্রহ্মণ্যদেব্যায় গোত্রাঙ্গগহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”  
মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তর শিবপূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ও ধ্যায়েমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চরুচন্দ্রাবতংসং রক্তাক্ষোজ্জ্বলাং,  
পরশুমণিবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্য্যাকৃতিং কসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং  
ত্রিনেত্রম্॥” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এম গচ্ছঃ ও শিবায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর  
দুর্গাপূজা করিবে, যথা—“ও কালোত্তোভাং কটাক্ষৈরিকুলভয়দাং মৌলিবর্জেন্দ্রুত্রেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাং ত্রিশিবমপি কটৈরুদ্বহন্তীং

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি



হিনেদ্রাম্। সিংহক্কাধিরাজং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপুরয়ন্তীং ধ্যায়েদুর্গাং জয়াখ্যং ত্রিশপরিবৃতং সেবিতং সিদ্ধিকামৈঃ” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এব গঙ্গা ও হ্রীং দুর্গায়েঃ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—“ও সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্ততে॥” পরে প্রধান পূজা করিবে।

প্রধান পূজা—প্রথমে দেবীর ধ্যান—(পৃঃ ১৭) করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ মন্ত্র পাঠ সহকারে যথাযথ উপচারসকল ক্রমানুসারে নিবেদন করিবে, যথা, আসন—প্রথমে রজতাসন গ্রহণ করিয়া “বা এতমৈ রজতাসনায় নমঃ” মন্ত্রে আসন শোভন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া “এতং সম্পদানায় ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ” মন্ত্র পাঠ করতঃ “ও আসনং গুরুং দেবেশি যং কৃতং শোভনং ময়া। সর্বকামফলং দেহি বাগীশ্বরী নমোহস্ততে ॥ এতং রজতাসনং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ” মন্ত্রে দেবীকে নিবেদন করিবে। স্বাগত—“ও ভূভুবস্বতঃগবতি শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী স্বাগতং সুধাগতং কুশলং তে। ও স্বাগতং অনুগৃহীতোহস্মি সুধাগতমিদং শুভম্। প্রপন্না ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে ॥” পাদ্য—পাদ্য গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত প্রকারে অর্চনা করতঃ “ও পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্বরূপে দেবি নমস্তে বিষ্ণুবল্লভে ॥ এতং পাদ্যং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অর্ঘ্য—অর্ঘ্য গ্রহণ করতঃ অর্চনা করিয়া “ও দুর্ধাক্তসমায়ুক্তাং গন্ধপুষ্পং তথা পরম্।

শোভনং শম্বপারহুং গৃহাণ দেবি সারসে ॥” ইদমর্থ্যং (যজু—এবোহর্থ্যং) ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” আচমনীয়—“ও মলাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ইদমাচমনীয়ং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” মধুপর্ক—ও মধুপর্কং মহাদেবি ত্র্যকটো পরিকল্পিতম্ ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ বাগ্‌বাগিনী ॥ এব মধুপর্ক ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” পূনরাচমনীয়—ও উচ্ছিন্নোহপ্যন্তর্চিপি যস্য স্মরণমাত্মনঃ। শুদ্ধিমাশ্নোতি তস্মৈ তে পূনরাচমনীয়কম্ ॥ ইদং পূনরাচমনীয়ং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” স্নানীয়—ও জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং মনোহরম্। স্নানার্থান্তে প্রযচ্ছামি বাগীশ্বরী প্রণৃহতাম্। ইদং স্নানীয় জলং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” বস্ত্র—ও সুশুভ্রং পরমং দেবি সুন্দরং সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা বস্ত্রং তে প্রতিগৃহ্যতাম্। ইদং বস্ত্রং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ রজতভরণ—ও নিত্যরত্নসমাবুস্তা বহিষ্ঠানুসমপ্রভা। গাত্রানি শোভয়িত্যস্তি অলঙ্কারাস্ত সারসে ॥ ইদং রজতভরণং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” গন্ধ—ও শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব নৈব চ। রক্ষ মাং সর্বতো দেবি গন্ধানেতন্ গৃহাণ চ ॥ এব গন্ধং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” পুষ্প—ও পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্। জলমদ্বতমদ্রেয়ং গৃহ্যতাং বিষ্ণুবল্লভে ॥ ইদং পুষ্পং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ ধূপ—ও বনস্পতিরসো ধিবে গন্ধাত সুমনোহর। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এব ধূপং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” দীপ—ও অগ্নিজ্যোতি

রবিজ্যোতিশ্চক্ষজ্যোতিঃস্বৈব চ। জ্যোতিষামুগমো দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এব দীপঃ ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ নৈবেদ্য—ও নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং নানারসসম্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুরপুঞ্জিতে। ইদং সোপকরণ্যামানৈবেদ্যং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” ফলমূলানিনৈবেদ্য—ও ফলমূলানি সর্বানি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধানি গুরু দেবি যথা সুবম্। ইদং ফলমূল নৈবেদ্যং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ রচনা—ও নানাকলসমায়ুক্তাং নানাবস্ত্র সম্বিতাম্। রচনাতে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ এব রচনা ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” তাবুল—ও ফলপত্র সমায়ুক্তাং কর্পুরেণ সুবাসিতাম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাবুলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতাবুলং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” সিন্দূর—ও সিন্দূরং সুন্দরং দেবি ভক্ত্যাবুধিবর্ধনম্। সর্বরক্তাধিকং দিবাং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং সিন্দূরং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ পুষ্পমালা—ও সুশ্রেণ প্রসিদ্ধং মালাং নানাপুষ্প সম্বিতাম্ ॥ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণাঙ্ক গৃহাণ বিষ্ণুবল্লভে ॥ ইদং পুষ্পমালাং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অন্ন—ও অন্নং চতুর্বিধং দেবি রসৈঃ স্বভূতিঃ সম্বিতম্। উত্তমং গ্রাণং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ ইদমন্নং ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অন্ন নিবেদন করতঃ শ্বেনুমুদ্রায় (পৃঃ ৯) অন্নকে অমৃতীকরণ করিয়া পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আচমনীয়ার্থে জল দিয়া মূলমন্ত্র (ঐ) জপ করিবে। পরে পূনরাচমন্যার্থে জল নিবে। অন্তঃপর “ও পুস্তকায় নমঃ” মন্ত্রে পুস্তকের, ও মস্যাধারায় নমঃ মন্ত্রে মস্যাধারের

(দোয়াত), “লেখন্যো নমঃ” মন্ত্রে লেখনীর (কলম) ও “ও বান্যযজ্ঞায় নমঃ” মন্ত্রে বান্যযজ্ঞাদির জ্যোত্বকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর যথাশক্তি উপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে, ধ্যান—“ও পাশাঙ্কমালিক্যস্তোজসুগভির্ময়া সৌম্যায়োঃ। পদ্মাসনস্থং ধ্যায়েচ্ছ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঙ্ক সর্বলঙ্কারভূষিতাম্। রৌপ্যপদ্মব্রতকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥” মন্ত্র—ও শ্রীং লক্ষ্মীদেবো নমঃ ॥ অতঃপর “ও হংসায় নমঃ” মন্ত্রে দেবীবাহন হংসের যথাশক্তি পূজা করতঃ ইন্দ্রাদিশদাধিকপাল, আসিতাদিনবগ্রহ, মৎস্যাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা ও বাস্তপুত্রবৈর পূজা করতঃ কৃতান্তলি হইয়া প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র, যথা—“যথা ন দেবে ভগবান ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেং তথা ভব বরপ্রদা। দেবাং পুরাণশাস্ত্রানি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যং। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সিদ্ধি সিদ্ধয় ॥ ও লক্ষ্মীর্মেধাধরাপূরিগৌরীভূতিপ্রভাশ্চি। এতানিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥” পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ প্রণাম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—ও জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কৃচয়ুগশোভিতমুস্তাহারে ॥ বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতীদেবি নমোহস্ততে ॥ এব সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ ও সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিন্দ্যাক্ষপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে ॥ এব সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি ॥ “ও সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারীবল্লভা দেবী সর্ব শুভা সরস্বতী ॥ এব সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি ॥” প্রণাম মন্ত্র—ও সরস্বতৌ নমো নিত্যং ভক্তকাল্যে নমো নমঃ ॥

বেদবেদান্ত বেদান্ত বিংশস্থানেভ্য এব চ ॥” অনন্তর ভোগ নিবেদন করতঃ আরত্ৰিকাদি করিয়া স্ববেদান্ত হোম করতঃ স্তবকবচাদি পাঠ করিবে।

সামবেদি হোম—(কুশডিকা) চতুর্ভুজ পরিমিত চতুষ্কোণ কেশতুঙ্গাসারবর্জিত গোময়াদিলিপ্ত হুলে বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া কুশাসনে পূর্বমুখে উপবেশন করিবে। হোমকার্য্যে মাথায় উল্লীষ (পাগড়ি) বন্ধন ও তিলকাদি দ্বারা ললাটে শোভিত করিবে। অনন্তর দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া উত্তরদিকে অভ্যাক্ষপাথ কুশকুমুদসহিত জলপাত্র স্থাপন করিবে। কোশার পশ্চিমে উত্তরায় করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া বহিঃস্থাপন পর্যন্ত এই কুশের প্রাদেশপরিমিত একটি কুশ বামহস্তে লইয়া এই হস্ত চিত্তভাবে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গৃহীত কুশমূলে রেখাকরণ করিবে। রেখাকরণে অগ্রে পাতিত বালুকার উপরি ছাদশাঙ্গুলি প্রমাণ কুশ নৈর্ঘতকোণ হইতে পূর্বমুখ করিয়া পাতিত করিবে। পরে একবিংশতি অঙ্গুলিপ্রমাণ অপর একটি কুশ উত্তরায় করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ আর একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চারি অঙ্গুলি উর্ধ্বে, প্রথম কুশের সংলগ্ন করতঃ উত্তরায় করিয়া রাখিবে ও উহার উত্তরসীমা হইতে পূর্বমুখ করিয়া একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিবে। পরে পূর্বক্রমে সাত অঙ্গুলি আর একটি কুশ প্রথম সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরায় করিয়া রাখিবে ও এই কুশের উত্তর হইতে পূর্বায় করিয়া প্রাদেশপরিমিত আর একটি কুশ

রাখিবে। তৎপরে আর একটি সাত অঙ্গুলি কুশ দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরায় করিয়া ও এই কুশের উত্তর হইতে পূর্বমুখ করিয়া আর একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিয়া দিবে। এই প্রকারে সজ্জিত করিলে রেখাকরণের কালে সেই সেই কুশের মাত্র মন্ত্রপাঠ সহকারে রেখা টানিলেই কার্য্য সহজ হইবে। কেহ কেহ স্থূলিল নির্মাণপূর্বক কুশ দ্বারা এককালেই রেখা টানিয়া থাকেন। পরে মন্ত্রপাঠ করিয়া স্পষ্টীকৃত করেন। রেখাকরণ মন্ত্র, যথা—ছাদশাঙ্গুলি পূর্বমুখী রেখা—“ও রেখ্যং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা” ॥ ১ ॥ তন্মূল হইতে একবিংশতি অঙ্গুলিপরিমিত উপরমুখী রেখা—“ও রেখ্যং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা” ॥ ২ ॥ প্রথম রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ও রেখ্যং ব্রহ্মপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা” ॥ ৩ ॥ পুনর্বার অন্য সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ও রেখ্যং মিত্রদেবতাকা নীলবর্ণা” ॥ ৪ ॥ উহা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ও রেখ্যং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা” ॥ ৫ ॥ তৎপরে এই পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) গ্রহণপূর্বক “ব্রহ্মপতিঋষিরির্গর্বেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরস্ত পরাবসুঃ” মন্ত্রে অরস্ত্রিপরিমিত (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্যন্ত) দূরস্থানে ইশানকোণে ফেলিয়া পূর্বস্থাপিত কোশার জলে রেখা অভ্যাক্ষপ করিবে। পরে নিকট স্থাপিত অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“ব্রহ্মপতিঋষিরির্গর্বেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ও ব্রহ্মদ্যময়িং ব্রহ্মিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ॥” মন্ত্রপাঠ করিয়া গৃহীত অগ্নি হইতে কিয়দংশ নৈর্ঘতকোণে

পরিচাণ করিয়া অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থূলিলের উপর দক্ষিণাবর্তে তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখ করিয়া রাখিবে, যথা—“ব্রহ্মপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দো ব্রহ্মপতির্গর্বেবতা অগ্নিহোমো বিনিয়োগঃ। ও তুর্ভুবাংয়রোমঃ ॥” তৎপরে পূর্বস্থাপিত বামকর তুলিয়া করযোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যোঃ হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ও সর্বতোঃ পাদিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রীতিঃ সর্বকর্ষসু ॥” পরে “ও অগ্নে ত্বং বলদনামাসি” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া “ও পিতৃজ্ঞানজ্ঞকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষস্রোহয়ি সপ্তার্জিঃ শক্তিধারকঃ ॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “ও বলদায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিকৃধ্যাথ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গন্ধঃ ও বলদায়য়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও বলদায়য়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও বলদায়য়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও বলদায়য়ে নমঃ, হবিন্বেবেদ্যম্ ও বলদায়য়ে বাহ্য” মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ আত্মা দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। যথা—পূর্বস্থাপিত জলপাত্র হইতে জলদ্বারা দিয়া বহির উত্তর হইতে দক্ষিণে অর্ধাং অগ্নিকোণে স্থূলিল হইতে অরস্ত্রিপরিমিত দূরে জলদ্বারা দিয়া কয়েকগাছি সাগ্রকুশ আকৃত করিয়া ব্রহ্মার আসন করিবে। যজমান কর্তৃক বৃত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা হয়েন, তবে আসনের পূর্বপাশে পশ্চিমাঙ্গে দাঁড়াইয়া বামকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আকৃত আসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যদি উপরোক্ত বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারূপে না হয়েন, তবে তৎপরিবর্তে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া লইবেন এবং হোতা মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“ব্রহ্মপতিঋষিরির্গর্বেবতা

তুর্গনিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরস্ত পরাবসু ॥” মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফেলিয়া দক্ষিণহস্তে জলস্পর্শ করতঃ বামপদের উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া উত্তরমুখে পূর্ববর্তিত আসন জলদ্বারা অভ্যাক্ষপ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে—“ব্রহ্মপতিঋষিরির্গর্বেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও আবসোঃ সদনে সীদ ॥ ও সীদামি ॥” (প্রতিবচন)। তৎপরে উক্তরাস্যে ব্রহ্মস্থাপনপূর্বক হোতা কতিপয় কুশ বিনা মন্ত্রে ব্রহ্মাকে দিয়া জলদ্বারা অভ্যাক্ষপ করিবে এবং “এতৎ কুশপত্রম্ ও ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও ব্রহ্মণে নমঃ ॥” মন্ত্রে কুশ ও কুমুদদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর হোতা পূর্বাস্যে উপবেশন করিয়া অযজ্ঞীয় ভাষাদি কথনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মা যদি বৃত ব্রাহ্মণ হয়েন, তিনিও মন্ত্র পাঠ করিবেন, “ব্রহ্মপতিঋষিরির্গর্বেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্‌বচননিমিত্তরূপে বিনিয়োগঃ। ও ইদং বিকৃতক্রমে ব্রোহ্ম নিদধে পদম্। সমুদমস্য পাণ্ডুলে ॥ অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া অধোমুখ দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত বিপরীতভাবে আত্মাভিমুখ করিয়া মাটিতে রাখিয়া ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“পরমেষ্ঠিঋষিরির্গর্বেবতা অগ্নির্গর্বেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ও ইদং ভূমের্তজামাহমিদং ভবং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধ স্থান্যোয্যাং বিন্দতে ধনম্ ॥” অনন্তর দক্ষিণহস্তে কতিপয় কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক হইতে দক্ষিণে পর্যাপ্ত দক্ষিণাবর্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে তুণাদিমার্জন ও শোধন করিবে, যথা—“কৌৎসঋষিরির্গর্বেবতা অগ্নির্গর্বেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়্‌হস্য ষষ্ঠেহহনি অগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ও ইমং স্তোমমর্হতে



জাতকেন্দ্রে রথমিব সঙ্ঘহেমা মণীষয়া। তত্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যে সখে মারিষামা বয়স্তব ॥ ও ভবামেঘ্য কুশবামা হবীংষিতে চিত্তয়স্তা পর্কণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া নিয়োহয়ে সখে মারিষামা বয়স্তব ॥ ও শকেম ত্রা সমিখং সাধয়া ধিয়ন্তেদেবা হবির দস্ত্যাহতম্। ত্রামানিত্যামবহতাং হ্যশ্বস্যে সখে মারিষামা বয়স্তব ॥” অনন্তর সম্মান্যনী কুশসমূহ ইশানকোণে ফেলিয়া জিন্নমূল সমানাগ্র কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্বাভার দিকে তিনটি পূর্বাগ্রে কুশ স্থাপন ও তাহার নিম্নে আবার ঐরূপ কুশ পূর্বমুখ করতঃ রাখিয়া উত্তরিত্র কুশের মূলদেশ আবরণ করিবে এবং পুনরায় আর একটি কুশ দ্বারা এরূপে উপরিত্র কুশের মূলদেশ আবরিত করিয়া দিবে। অনন্তর অগ্নিকোণের উর্দ্ধস্থান হইতে নৈঋতকোণের নিম্নভাগ যাবৎ পূর্বে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপে পূর্বমুখী করিয়া পঞ্চদশসংখ্যক কুশ প্রদান করিবে। পরে নৈঋতকোণের ইষৎ উত্তরে উর্ধ্ব হইতে নিম্নক্রমে তিনগাছা কুশ রাখিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে ইশানকোণস্থ কুশের মূল আবরণপূর্বক অধঃক্রমে বায়ুকোণ যাবৎ দ্বাদশটি কুশ সাজাইয়া দিবে। পরে পূর্বাদি দিকক্রমে দশদিকে আতপততুল প্রক্ষেপ করিবে। যথা—“ও ইন্দ্রায় স্বাহা, ও অগ্নয়ে স্বাহা, ও যমায় স্বাহা, ও নৈঋতায় স্বাহা, ও বরুণায় স্বাহা, ও বায়বে স্বাহা, ও কুবেরায় স্বাহা, ও ইশানায় স্বাহা, ও অনন্তায় স্বাহা, ও ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ অতঃপর খদির, পলাশ ও যজ্ঞভূমুর ইহাদের কোন একটির কাষ্ঠের প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ গ্রহণ করিয়া প্রজাপতিদেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া হোতা ক্রিৎ উচিৎ হইয়া

অমন্ত্রক অগ্নিতে আততি দিবে। অতঃপর আতৃত কুশ হইতে দুইগাছি সাগ্র কুশ লইয়া তাহা অপর একটি কুশদ্বারা পবিত্র বন্ধন করিয়া প্রাদেশপরিমিত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নখ ব্যতীত ছেদন করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রাহেদনে বিনিয়োগঃ। ও পবিত্রে হো বৈকরৌ” অনন্তর ঐ পবিত্র বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র সহকারে জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করতঃ ঘূর্ণের পায়ে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ও বিকোরনসা পূতে স্বঃ।” অতঃপর সেই ঘৃতপাত্রের হোমার্থ ঘৃত স্থাপন করতঃ পাত্রের উপর, দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া বামকর দক্ষিণকরের উপরে দিয়া অধোমুখভাবে পবিত্রের অগ্রদেশ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিবে এবং পশ্চাত্তাপ বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ও দেবত্বা সবিতোৎপুনাত্বাচ্ছিন্নে। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা ॥” পরে পবিত্রের মধ্যভাগ ঘৃত দ্বারা আলোড়নপূর্বক ঐরূপভাবে পবিত্রদ্বারা ঘৃত বহিতে অমন্ত্রক আততি দিবে। তৎপরে পবিত্র গাছটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া জলের ছিটা দিবে এবং অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঘৃতপাত্রের তলদেশে জলদ্বারা মার্জনা করিয়া আজ্য সংস্কার করিবে। তুক, সুব প্রভৃতিও ঐভাবে সংস্কার করিবে। অতঃপর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া বামজানু উন্নত করতঃ বহির চতুর্দিকক্রমে উদকাজলিসেক করিবে। অগ্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে

নৈঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ যাবৎ গৃহীত জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ করবে এবং জলদ্বারা দিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা উদকাজলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অদিতে অনুমদ্বঃ।” পুনর্বার ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিম-নৈঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ যাবৎ জলদ্বারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাজলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অনুমতে অনুমন্যঃ।” পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে ইশানকোণ যাবৎ জলদ্বারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাজলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও সরস্বতানুমন্যঃ ॥” পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া দক্ষিণাভাগে জলদ্বারা অগ্নিকে বেষ্টন করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃপৃথ্বীচ্ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপৃথ্বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ও দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞঃ প্রসুব যজ্ঞপতিঃ ভগায় দিবো গন্ধর্বঃ কেতপুঃ কেতয়ঃ পুনাতু বাচপতির্বাচম্ ফলতুঃ” অতঃপর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া করবোড়ে পাঠা—“ও তপশ্চ তেজশ্চ ব্রহ্মা চ হ্রীশ্চ সত্যাক্রোধান্ধ চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্বশ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্মা চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবস্ত ॥” অনন্তর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত এবং নিম্নে বামহস্ত রাখিয়া, ফল, পুষ্প ও কুশ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিরূপাক্ষজপ করিবে। যথা—“পরমেশ্বরিকরূপোহগ্নিদেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ও ভূর্ভুবঃস্বরৌ মহাত্মমায়ানঃ প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোহসি দস্ত্যজিতস্য তে শযাপর্শে, গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্যং তদেবানাম্ হৃদয়ান্যাময়ে কুন্তেহস্তঃ সন্নিহিতানি। তানি

বলভূচ্চ বলসাত্ত রক্ষণোন্তঃপ্রমণী অনিমিষিং। সত্যং যন্তে দ্বাদশ পুত্রান্তে ত্রা সংবৎসরে সংবৎসরেণ কামপ্রণ যাজয়িত্বা, পুনব্রহ্মচর্য্যমুপয়াতি। তং দেবেবু ব্রাহ্মণোহসংহং মনুষ্যেবু। ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবতুপধাবামিঃ জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জুহুং মা প্রতিহোষীঃ কুবন্তং মা মা প্রতিবর্ষীং প্রপদ্যে ॥ ত্রা প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি। তমে রাধাতাং, তমে সমৃদ্ধতাং, তমে উপদ্যতাং। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদো ব্রহ্মণঃ পুত্রোহনুজানাতু, শাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরণোহনুজানাতু। তমৈ বিরূপাক্ষায় দস্ত্যজয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ॥” অনন্তর গৃহীত কুশ ইশানকোণে ফেলিয়া ফল ও পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবে। পরে প্রকৃতকর্ম্ম করিবে।

**প্রকৃতকর্ম্ম**—প্রথমে সস্তম্ভ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তবৎসং অদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাক্ষরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চমাস্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীশ্রীতিকাং (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কল্পিত) শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীশ্রীমৈশ্বরীমহাধার পূজাকর্থাগ্নীভূতহোমকর্ম্মণি ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিষ্বেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাক্ষ্যবিশ্বপত্রোহমমহং করিষ্যে ॥” (পরার্থে—করিষ্যামি) ॥ অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরাগ্র কুশোপরি স্থাপন করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আততি দিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরস্বীচ্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূবঃ

স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুচ্ছন্দঃ সূর্য্যদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥” হোমের পর হৃতশেষ (হাত-খাড়া) প্যাস্ত্রান্তরে রাখিবে। পরে সঙ্কলিত বিশ্বপত্রের অর্চনা করিবে, যথা—“বৎ এতাত্ত্যো সাখ্যবিশ্বপত্রোভ্যো নমঃ ॥ এতদধিপত্যয়েনৈবায় ওঁ ব্রহ্মাবিশ্বশিবায় নমঃ ॥ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ অতঃপর “ওঁ লং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিশ্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবে। পরে পুনরায় মহাব্যাহতিহোম করতঃ একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আর্ঘতি দিয়া উদীচ্যকর্ম করিবে।

**উদীচ্যকর্ম**—প্রথমে প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কল করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসন্দ্য মাঘেমাসি মকররাশিহুে ভাক্তরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষমাতিবৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেক্ষত্রী কুতেহস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎবৈশুণ্যংজাতং তদ্ব্যবশ্রমনায় ব্যক্তসমস্ত মহাব্যাহতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে ॥” অতঃপর “বিষ্ণু” নামক অগ্নির আবাহনাদি করিবে, যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামসি।” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—“ওঁ পিস্ত্রুশ্বশ্রেক্ষণক্ষঃ পীণাসজঠরোহরুণঃ ॥ জাগ্রতঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিদারকঃ ॥” অতঃপর “ওঁ বিধুনামায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিধুধ্য, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গচ্ছঃ ওঁ বিধুনামায়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামায়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামায়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামায়ে নমঃ, এতৎ হবিন্বেদ্যম্ ওঁ বিধুনামায়ে স্বাহা” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত

সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর মহাব্যাহতিহোম (পৃঃ ৩৭) করিয়া ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরিক্ষকচ্ছন্দো বায়ুদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুচ্ছন্দঃ সূর্য্যদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বাহা ॥” পরে পুনরায় মহাব্যাহতিহোম করিয়া একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ পরিমিত কুশ অগ্নিতে আর্ঘতি দিয়া নবগ্রহহোম করিবে।

**নবগ্রহহোম**—**রবিগ্রহ**—“ওঁ আকুর্ভেন রজসা বর্ভমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ১ ॥ **সোমগ্রহ**—“ওঁ আ পায়থ সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষম্। ভবা বাজসা সঙ্গধে স্বাহা, ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা ॥ ২ ॥ **মঙ্গলগ্রহ**—“ওঁ অগ্নিমূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিহ্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ **বুধগ্রহ**—“ওঁ অগ্নে বিবহদ্বসশ্চিৎসং রাশো অমর্ত্য। আদাত্তসে জাতকেনো বহাঙ্ঘ্রমদ্যা সেবা উবকুধঃ স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ **বৃহস্পতিগ্রহ**—“ওঁ বৃহস্পতে পরিদীপ্য রথেন, রজ্জোহমিত্রা অপবাহমানঃ। প্রভঞ্জনং সেনাঃ প্রমুণো যুধা জয়ম্মাকমেধাবিতা রথানাং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৫ ॥ **শুক্রগ্রহ**—“ওঁ শুক্রস্তেহন্যদ্বজতস্তেহন্যদ্ব বিষ্ণুরূপে অহনী যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন, ভজ্য যে পৃথগ্নিহরাতিরক্ত স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৬ ॥ **শনিগ্রহ**—“ওঁ শম্রো

দেবীরভিষ্টয়ে শম্রো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভিষ্টবন্ত নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৭ ॥ **রাহগ্রহ**—“ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদুতী সদা বৃষঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা, ইদং রাহগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৮ ॥ **কেতুগ্রহ**—“ওঁ কেতুং কুশল কেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুৎপত্তিরজ্যাতা স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

**দিকপালহোম** ॥ **ইন্দ্র**—ওঁ জাতারমিত্রমবিতারমিত্রং হব হবঃ সুহবং শূরমিত্রম্। হব নু শক্রং পুরুষুতমিত্রমিদং হবিস্বর্ধবা বেহিপ্রঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ **অগ্নি**—ওঁ অগ্নিদুতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্যা যজস্য সূত্রমুতং স্বাহা ॥ ২ ॥ **যম**—ওঁ নাকো সুপর্ণধূপযং পত্যস্তব, জলা কেনোহতাচক্ষত জ্বা ॥ হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দুতং যমস্য যোনী শকুসং ভূরণাং স্বাহা ॥ ৩ ॥ **নৈরুত**—ওঁ বেধাহি নিরুতীনাং বজ্রহস্ত পরিব্রজম্। অহরহঃ শুক্ল্যঃ পরিদদামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ **বরুণ**—ওঁ আনো মিত্রা বরুণা যুতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সূত্রমু স্বাহা ॥ ৫ ॥ **বায়ু**—ওঁ বাত আ বাতু ভেবজং শব্দু ময়োদু নো হাদে। প্রাণ আয়ুংযি তারিষৎ স্বাহা ॥ ৬ ॥ **কুবের**—ওঁ ক্লেথ ক্লেপসি পুরুত্রাচিকিতে নমঃ। অলবিষ্মা খজকং পুরন্দর, প্রণায়ত্রা অগসিহু স্বাহা ॥ ৭ ॥ **ঈশান**—ওঁ অতি জ্বা শূর নোনমো অদুজা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্ধশীশানমিত্র তদুযঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ **ব্রহ্মা**—ওঁ ব্রহ্মা জজানং প্রথমং পুরস্তাদ, বিসমিতঃ সূক্ৰো বেন আকঃ। স বৃহা উপমা অস্য বিট্যঃ সতশ্চ যোনিমসত্চবিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ **অনন্ত**—ওঁ চবণীযুতং মধ্বানমুক্ধ্যামিত্রঃ গিরো বৃহতীরভ্যনুযত। বাবুধানং পুরুদুতং সুবৃতিভিরমর্জ্যং জরমানং দিবে স্বাহা ॥ ১০ ॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতাগণের হোম করিবে।

**প্রত্যক্ষদেবতা হোম**—ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ চতুর্বেদোভ্যো স্বাহা, ওঁ অষ্টাদশপুরাণোভ্যো স্বাহা, ওঁ সর্কশাস্ত্রোভ্যো স্বাহা, ওঁ লেখনীমস্যাধারাদিভ্যো স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যো স্বাহা, ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা।

অতঃপর মহাব্যাহতিহোম করতঃ (পৃঃ ৩৭) একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণজানু ভূপাতিত করতঃ জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নিপর্য়্যাক্ষণ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুচ্ছন্দঃ সবিতার্দেবতা অগ্নিপর্য়্যাক্ষণে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতুপুঃ কেতজঃ পুনাতু বাচস্পতিকর্ষ্যজঃ স্বদতু ॥” মন্ত্রপাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলধারা অগ্নিবেষ্টন করিয়া, পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া হস্তিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ অদিতে অধমংহা ॥” পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ অনুমতে অধমংহা ॥” পুনরায় মন্ত্রপাঠ সহকারে জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ সরস্বত্যাধমংহা ॥” অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় কুশ গ্রহণ করতঃ প্রতিবারই মন্ত্রপাঠ সহকারে



তিনবার কুশের অগ্র, মধ্য এবং মূলদেশ ঘূর্ত্ত করিবে, যথা—“প্রজাপতিবিকীর্যার্যেবতা দর্ভতৃণাভ্যন্তে বিনিয়োগঃ। ও অস্তং  
রিহানা বাস্ত বয়ঃ।” অতঃপর ঐ কুশগুলি জলে অভ্যক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে আর্ঘ্য দিয়া দর্ভতৃণিকা হোম করিবে, যথা—  
“প্রজাপতিবিরনুপুশ্চন্দো রুদ্রোর্বোতা দর্ভতৃণিকায়েম বিনিয়োগঃ। ও যঃ পশুনামখিপতীকুদ্রত্বস্তিচরো বুবা। পশুনম্ভবাঃ মা হিসৌরেনস্ত  
হত্য ভব বাহা।” অনন্তর “মুড়” নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণিচ্ছিত লিবে, যথা—“ও অগ্নেহং মৃড়নামসি মৃড়নামগ্নে ইহাগচ্ছ  
ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধ্যাথ, অত্রাযিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং পূহাথ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া ধ্যান পাঠ করতঃ  
পঞ্চোপচারে পূজা করিবে, যথা—“এব গন্ধঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এব ধূপং ও মৃড়নামাগ্নয়ে  
নমঃ, এব দীপ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিনৈবেদ্যম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে বাহা।” অনন্তর ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া  
(পর্যবে—যজ্ঞমানসহিত) দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বায্য সহকারে পূর্ণরূপে প্রস্থলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আর্ঘ্য দিবে,  
যথা—“প্রজাপতিবিকীর্যার্যেবতা যজ্ঞমস্য যজ্ঞনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ও পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোহনৈ  
জুহোতি বয়মনৈ দদতি, বয়ং বুণে যশসা ভামি লোকে বাহা।” অনন্তর ব্রহ্মলক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—  
বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া “বং এতমৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে কুশবারিধারা শোথন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও  
পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে পুষ্পাদিধারা অর্চনা করিয়া “এতদখিপতয়েনোবায ও বিশ্ববে নমঃ, সম্ভবানায় ও ব্রহ্মণে নমঃ”

মন্ত্রে স্পর্শ করিয়া উৎসর্গব্যক্ত পাঠ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাস্করে তুত্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিধৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা কুতৈতৎ হোমকর্মণ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুসেবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে  
ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে” মন্ত্রে দক্ষিণাস্ত করিয়া “ও চতুর্বেদনসম্বহ চতুর্বেদকুটুধিনে। বিজানুষ্ঠেয়ং সংকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ। ও  
হময়ে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। হবা বদসি দেবানামন্তঃ শান্তিং প্রথচ্ছমে। ও পিত্রাক লোহিতগ্রীব প্রতাপিচ্ছ হতাপন। সাক্ষী  
হং পুণ্যপাপান্যং ধনঞ্জয় নমোহস্ততে” মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করিবে। অনন্তর কুশবারি দ্বারা “ও ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব” মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন  
করিবে। তৎপরে হুতিলের ইশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে বধ্যাযথ স্থানে তিলকধারণ করিবে, যথা, লগাটে—  
“ও কন্যাপস্য ত্রায়ুষ্ম” কঠে—“ও জমদগ্নেত্রায়ুষ্ম” বাহুলে—“ও যদেবানং ত্রায়ুষ্ম” হৃদয়ে—“ও তমেহস্ত ত্রায়ুষ্ম”  
পরে “ও অগ্নে হুং সমুদ্রং গচ্ছ” মন্ত্রে জলধারা অগ্নির বিসর্জন করতঃ “ও পৃথি হুং শীতলা ভব” মন্ত্রে অগ্নির ইশানকোণে দুগ্ধাদি  
দিবে। অনন্তর দক্ষিণাস্ত, অগ্নিহ্রাবধারণ ও বৈশুণ্যসমাধান করিবে।

দক্ষিণাব্যাক্য—“বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাস্করে তুত্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা  
কুতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেনখনীমস্যাধারপূজাকর্ম্মভূতহোমকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাক্ষনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যচণ্ড  
হরীতকী ফলং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে” অনন্তর অগ্নিহ্রাবধারণ করিবে, যথা—“ও কুতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতী-

সেবীলেনখনীমস্যাধারকর্ম্মসিভূতহোমকর্ম্মসিহ্রমস্ত” “ও অস্ত” (প্রতিবচন)। বৈশুণ্যসমাধান করিবে, যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি  
মকররাশিহে ভাস্করে তুত্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা কুতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেনখনীমস্যাধারপূজাকর্ম্ম  
ভূতহোমকর্ম্মণি যৈরুণ্ড্য জাতং তদোদ্য প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম্মদ্রণমহং করিষ্যে।” অতঃপর “ও বিষ্ণু” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া  
ভগবৎ প্রণাম করিবে, যথা—“ও নমো ব্রহ্মণ্যসেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ” পরে  
শান্ত্যাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

অথ যজ্ঞকেনিহোম—প্রথমে বালুকা দ্বারা হস্তপ্রমাণ হুতিল নির্মাণ করিয়া গোময়াদি দ্বারা শুদ্ধ করতঃ কুশবারি দ্বারা  
তিনবার মাঞ্চনা করিবে। অনন্তর হুতিলের পূর্বাঙ্গে তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিনবার উৎকর  
(বালুকা) গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিবে। অনন্তর কাংস্যপাত্রে অভাবে মৃৎপাত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া উক্ত অগ্নি হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া  
“ও ব্রহ্মাদমহিং প্রহিণোমি দূরং যমরাক্ষ্যং গচ্ছতু রিগ্রবাহঃ” মন্ত্রে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে। অতঃপর হুতিলের উপর মন্ত্রপাঠ  
সহকারে আঘাতিমুখে অগ্নি স্থাপন করিবে, যথা—ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হবাং বহতু প্রজানন” অনন্তর করযোড়ে  
পাঠ্য—ও সর্বভূতঃ পাপিপাত্যঃ সর্বতোহক্ষিণিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানয়ি প্রণীত সর্বকর্ম্মসু” অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি  
পূর্বাঙ্গে কুশ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার আসন স্থাপন করতঃ ব্রহ্মা বরণ করিবে। যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাস্করে

তুত্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেনখনীমস্যাধারপূজাকর্ম্মভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মাণং ব্রহ্মদেহেন ভবন্তমহং বুণে।” ব্রহ্মা বলিবেন—“ও কৃতোহস্মি। কর্ত্তা বলিবেন—“যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম্ম  
কুরু” ব্রহ্মা বলিবেন—“যথাচ্ছানং করবাণি।” যদি উপরোক্তরূপে বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হয়, তবে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মরূপে  
কল্পনা করিয়া হোতা “ও অহে সৈবিক্যোদতত্তিষ্ঠান্যস্য সন্দেশে সীদ, যোহস্মৎ পাকতরঃ” মন্ত্রে নারায়ণশিলাকে পূর্বস্থাপিত আসনে  
স্থাপিত করিবে। অনন্তর উক্ত আসন হইতে একপাছি কুশ গ্রহণ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া “ও নিরস্ত্য  
পাপ্মাসহ তেন বয়ং স্থিধ্যঃ” মন্ত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“ও ইদমহং বৃহস্পতেঃ সন্দেশে  
সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে, প্রবীমি, তদ্যাবো, তৎপৃথিব্যৌ” অনন্তর অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতপাত্র স্থাপন করিয়া  
অগ্নি কুশদ্বারা অগ্নির ইশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে কুশ আকৃত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক হইতে যথারূপে আবশ্যকীয়  
দ্রব্যসকল আসাদন করিবে, যথা—পবিত্রাচ্ছদনার্থ কুশপত্রয়, পবিত্রদ্রব্য, শ্রোক্ষণীপাত্র, তিনপাছি সম্ভ্রাজ্জন কুশ, তিনপাছি উপযমন  
কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, ক্রব, ঘৃত, আতপততুল ও পূর্ণপাত্র। এই সকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রাচ্ছদনার্থ পূর্বস্থাপিত  
প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ “ও পবিত্রেহো বৈষ্ণবৌ” মন্ত্রে নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া “ও বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে হুং” মন্ত্রে শ্রোক্ষণীপাত্র

জলে অভ্যক্ষিত করিয়া উক্ত পাত্র স্থাপন করতঃ প্রণীতাপাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহাতের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনপূর্বক কিঞ্চিৎ জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্র অভ্যক্ষণ করিয়া প্রণীতাপাত্রের নিকট প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্মুখে আজ্ঞাহালী স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্বসাদিত ঘৃত স্থাপিত করিবে। পরে স্থপিত হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে তিনবার ঘৃতপাত্র স্টেটন করিয়া স্থপিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ক্রম গ্রহণ করিয়া উহা অগ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত করিয়া সম্মাঞ্জন কুশ দ্বারা ক্রমবৎ মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্যন্ত সম্মাঞ্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্বক প্রণীতাপাত্র জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া ও পূর্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্র পবিত্র গ্রহণ করিয়া ও পাত্রস্থ কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—“ও সবিতৃভ্যা প্রসব উৎপুন্যামচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥” অনন্তর পূর্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ করতঃ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র হইতে পবিত্র জল লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্য্যক্ষণ করিবে এবং সম্মুখীকরণ কবিবে, যথা—“ও এবো হ দেবঃ যদিগোহনুসর্বাং পূর্বোহজাতঃ স উ গর্ভেহন্তঃ স এবং জাত ন জনিষ্যমান প্রতাজ্ঞানন্তিষ্ঠতি সর্বোতোমুখঃ” পরে ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। যথা—“ও প্রজাপত্যে স্বাহা, ইদং প্রজাপত্যে, ও ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়, ও অয়্যে স্বাহা, ইদময়্যে, ও সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়” প্রত্যেক আছতির শেষে ক্রমবদ্ধকৃত অগ্নির উত্তরে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করিবে।

**প্রকৃতকর্ম**—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য অদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্ণে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিবেী অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামঃ (পর্য্যর্থ—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কল্পিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীসেবনীয়মস্যাখার-পূজাকর্ম্মাদীভূতহোমকর্ম্মণি “ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবোঃ স্বাহা” ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইতংসংখ্যক (সংখ্যা উদ্দেশ্য) সাজ্যবিষপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে। (পর্য্যর্থ—করিষ্যামি)। অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরপাশ্রে কুশোপরি স্থাপন করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আছতি দিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীজ্ঞঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্বিহুতীজ্ঞঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্নুপুচ্ছঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও স্বঃ স্বাহা॥”

প্রত্যেকটি মন্ত্রে তিনবার আছতি দিয়া “প্রজাপতিঋষির্বিহুতীজ্ঞঃ প্রজাপতির্দেবতা বায়ুসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূর্ভুবঃ স্বাহা॥” মন্ত্রে একবার আছতি দিবে। অনন্তর “ও অয়্যে ত্বং বলদনামাসি মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া “ও পিসঙ্গাশ্বকেশাশ্ব পীনাঙ্গজঠরোহরণঃ। ছাগস্থ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তর্ষি শক্তিধারকঃ॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “ও বলদায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি ইহসমিধাশ্ব, অত্রাধিতানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গচ্ছ ও বলদায়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও বলদায়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও বলদায়ে নমঃ, এষ দীপ ও বলদায়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ও বলদায়ে স্বাহা” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে

পূজা করিয়া সমিধের অর্চনা করিবে, যথা—“বৎ এতান্যো সাজ্যবিষপত্রৈভ্যো নমঃ। এতদধিপত্যে দেবায় ও ত্র্যম্বাণ্যুশিষ্যায় নমঃ, সম্প্রদানায় ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।” অতঃপর “ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিষপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবে। পরে মহাব্যাহতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আছতি দিবে। হোমান্তে হৃতশেষ (হাতখাড়া) পাত্রান্তরে রক্ষা করিবে। পরে উদীচ্য কর্ম্ম করিবে।

**উদীচ্য কর্ম্ম**—প্রথমে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহতিহোম করিবে, যথা—“ও ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ॥ ও ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ॥ ও স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বঃ॥ ও ভূর্ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভূর্ভুবঃ॥” অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমের সঙ্কল্প করিয়া “বিধু” নামক অগ্নির আবাহন করতঃ প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্ণে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিবেী অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা কুন্তেহগ্নিন্ হোমকর্ম্মণি যথৈগুণ্য জাতং তদ্যোযগ্রশমনায় “তন্নো অগ্নে” ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃশ্রীষ্মৈ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।” পরে “ও অয়্যে ত্বং বিধুনামাসি ও বিধুনামায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিধাশ্ব, অত্রাধিতানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করিয়া ধ্যান করতঃ পূজা করিবে, যথা—“ও পিসঙ্গাশ্বকেশাশ্ব পীনাঙ্গ জঠরোহরণঃ। ছাগস্থ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তর্ষি শক্তিধারকঃ॥ এষ গচ্ছ ও বিধুনামায়ে নমঃ॥ এতৎ পুষ্পম্ ও বিধুনামায়ে নমঃ, এষ

ধূপঃ ও বিধুনামায়ে নমঃ, এষ দীপ ও বিধুনামায়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ও বিধুনামায়ে স্বাহা॥” অনন্তর পাঁচটি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে, যথা—“বামদেবাঋষির্নুপুচ্ছনোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও ত্বমোহয়্যে বরুণস্য বিদ্বান্, দেবস্য হেডো অব্যাসিসীতাঃ। যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোণ্ডচানো বিশ্বদেবান্ প্রমুখ্যস্বঃ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥ বামদেবাঋষির্জিহ্বপুচ্ছনোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও ত্বমোহয়্যেবমো ভবোভী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্ঠো। অব্যক্কা নো বরুণওররানো ব্রীহি মৃড়ীকণ্ডং সুহবো না এধি স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ॥ ২ ॥ ও প্রজাপতিঋষির্বিহুতীজ্ঞঃ অগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও অশ্বাশ্চাগ্নেহস্যনভি শক্তিপাশ্চ, সত্যমিস্ত ময়া অসি। অয়না ন যজ্ঞং বহাসয়া নো ধেহি ভেবজও স্বাহা। ইদমগ্নিভ্যঃ ॥ ৩ ॥ শুন্যশেফঋষির্জিহ্বপুচ্ছনো বরুণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও যে তে শতং বরুণং যে সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহাজ্ঞঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোতবিস্তুর্বিধে মুঞ্চন্ত মরুতঃ স্বকাং স্বাহা। ইদং বরুণায়, সবিত্রে বিষ্ণবে, বিশ্বোভ্যোদেবভ্যো, মরুতঃ স্বর্ভেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ শুন্যশেফঋষির্জিহ্বপুচ্ছনো বরুণোদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও উদুত্তমং বরুণাপাশমশ্বদবাহমং বিধবমও শ্রধায়। অথাবয়মাদিত্যরতে তবানাগাসহিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ অনন্তর নবগ্রহহোম করিবে।

**নবগ্রহহোম**—রবিগ্রহ—“ও আকু্ষেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ম্মতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি

ভুবনানি, পশনং স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা" ॥ ১ ॥ সোমগ্রহ—“ও ইমং দেবা অসপত্নস্তু সুকথং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়োহ্রেসিস্থিরায়া। ইমমমুস্যপুত্রমুস্যৈ পুত্রমসৌ বিশ, এষ বোহমী রাজা সোমোহস্রাকং ব্রাহ্মণানাং স্বাহা ॥ ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা" ॥ ২ ॥ মঙ্গলগ্রহ—ও অগ্নিমুখ্য দিবাঃ ককুৎপতিঃ পৃথিৱ্যা অয়ম্। অপাং রেতাওসি জিহ্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ বুধগ্রহ—ও উদবুধ্যায়ে প্রতিজাগৃহি তুমিষ্টাপূর্তে সন্ত সৃজ্যধাম্যক্ষা অগ্নিন্ সথহে অধুত্তরগ্নিন্ বিধেদেবা যজ্ঞমানশ্চ সীনত স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিগ্রহ—ও বৃহস্পতে অতিঅদর্যো অর্হসি দানবিভাতিক্রতুমচ্ছনেবু। যক্ষীদয়চ্ছবস যত প্রজাত তদম্বাবু ব্রবিশং দেহি চিত্রং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় ॥ ৫ ॥ শুক্রগ্রহ—“ও অন্নাং পরিসতো রসং ব্রহ্মণা ব্রহ্মণ ব্যপিবং ক্ষত্রং পয়ঃ সে মং প্রজাপতিঃ। স্বতেন সত্যমিচ্ছিয়ম্ বিপানতং শুক্রমন্সং ইন্দ্রেস্যেচ্ছিয়ামিনং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় ॥ ৬ ॥ শনিগ্রহ—ও শনো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্ত পীতয়ে। শংযোরভি ব্রবন্ত নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায় ॥ ৭ ॥ রাহুগ্রহ—ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তিঃ পরযাঃ পরষ্পরি। এবা নো দুর্কে প্রতনু, সহস্রেন শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় ॥ ৮ ॥ কেতুগ্রহ—ও কেতুং কুহরকেতবে, পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুদত্তিরজ্যরথাঃ স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

দিকপালহোম—ও ত্রাতারমিত্রমবিতারমিত্রং হবে হবে সুবহুর্ত শূরমিত্রম্। হুয়ামি শক্রং পূরহুতমিত্রং, যন্তি নো মঘবা ধাবিত্রঃ স্বাহা। ইন্দ্রমিত্রায় ॥ অগ্নি—ও বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতাঃ। অগ্নিরুর্ধ্বেন বাহসা স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে ॥ যম—ও

অসি যমো অস্যাতিভ্যো অকর্মসি, ত্রিতো গুহেন ব্রতেন। অসি সোমেন সমরা বিপূজা আছতে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা ॥ ইদং যমায়। নৈর্যত—ও যন্তে দেবী নির্যতিবারবদ্ধ, পশং গ্রীবাংবিজুতাম্। তন্ত্বেবিধ্যাম্যায়ুযো ন মধ্যানর্থেতং পিতুমজি প্রসূতাঃ স্বাহা ॥ ইদং নৈর্যতে ॥ বরুণ—বরুণস্যোস্তদনমসি, বরুণস্য বন্ধ সজ্জনীহুঃ। বরুণস্যস্বতসদনমসি। বরুণস্যস্বতসদনামাসীন স্বাহা ॥ ইদং বরণায়। বায়ু—ও বাত আ বাতু ভেবজং শতু ময়োভু নো হদে। প্রণ আয়ুণ্ডবি তারিষং স্বাহা ॥ ইদং বায়বে। কুবের—ও কুবিনস যবমন্তো যবগ্নিন্, যথা দান্তানুপূর্বং বিম্বয়। ইহৌহেযাং কুণ্ঠি ভোজনানি, যোবর্হিযো মম উক্তিং যজন্তি স্বাহা ॥ ইদং কুবেরায়। ঈশান—ও তমীশানাং জগতস্তত্ত্ববপতিং, থিয়জিহবসে হমহে বয়ম্। পূবা নো যথা বেদসামসদ বুধে, রক্ষিতা পাদুরদকঃস্বতয়ে স্বতয়ে স্বাহা ॥ ইদমীশানায় ॥ ব্রহ্ম—ও আ ব্রহ্মন ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মবর্জসী জায়তা মা রাষ্ট্রে রাজ্যঃ শুর ইষ্যোহতিব্যাহী মহারথো জায়তাং, সোক্ষী ধেনুর্যোচানভানাতঃ সপ্তিঃ পুরদ্বির্যোষা, জিহ্বু রথেষ্টাঃ সডেয়ো যুবাহস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পজ্ঞস্যো বর্ষতু, ফলবতো ন শুযধ্য পচ্যন্তাং, যোগক্ষেমে নঃ কল্যাতং স্বাহা ॥ ইদং ব্রহ্মণে। অনন্ত—ও নমোহন্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ॥ ইদমনন্তায় ॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবে।

প্রত্যক্ষদেবতাহোম—সামবেদি প্রত্যক্ষদেবতা হোমঃঋত্ব্য (পৃঃ ৪১)। অতঃপর একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মৃড়নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাচ্ছতি দিবে, যথা—“ও অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি, ও মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ

ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যং, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া ধ্যান পাঠ করতঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে, যথা—এষ গচ্ছ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্বেদ্যম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা ॥ অনন্তর ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আচ্ছতি দিবে, যথা—“ও মুর্খানাং দিবো অরতিঃ পৃথিৱ্যা বৈশ্বানর যুত আজ্ঞাতমগ্নিম্। কবিশ্চ সত্বাজমতিথিং জনানামাস্রা পাত্রং জনয়ন্ত দেবো জনয়ন্ত দেবো স্বাহা ॥” অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্ঘ্য পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—সামহন্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া “বা একস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে কুশবারিধারা শোধন করিয়া “এতে গচ্ছপুষ্পে ও পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে পুষ্পাদিধারা অর্চনা করিয়া “এতদবিপত্যে দেবার ও বিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবে, যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাক্তরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিযৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কুঁঠেতৎ হোমকর্মসাম্যার্থং দক্ষিণামিনং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে” মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিয়া “ও চতুর্বদনসদ্ব্য চতুর্কেন্দুকটুখিনে। থিঅনুষ্ঠেয়ং সংকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ, ও তময়ে সর্বভূতানামন্তঃচরসি পাবকা হবাং বহসি দেবনাম তঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে ॥ ও পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পৃথ্যপাণাং ধনঞ্জয় নমোহন্ততে ॥” মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করিবে। অনন্তর কুশবারি ধারা “ও ব্রহ্মণ ক্ষমহ” মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন

করিবে। অনন্তর “ও অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” মন্ত্রে জলধারা অগ্নির বিসর্জন করতঃ “ও পৃথি ত্বং শীতলা ভব” মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিবে। তৎপরে ছতিলের ঈশানকোণে হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে যথায়থ ছানে তিলকধারণ করিবে, যথা—ললাটে—“ও কশ্যপস্য জ্যায়ুযম্। কণ্ঠে—“ও জমদগ্নেজ্যায়ুযম্।” বাহ্যমূলে—“ও বদেবানাং জ্যায়ুযম্ ॥ হৃদয়ে—“ও তন্মোহন্তু জ্যায়ুযম্ ॥ অনন্তর দক্ষিণান্ত, বৈগুণ্যসমাধান ও অজিহ্বাবধারণ করিবে।

দক্ষিণাবাক্য—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাক্তরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিযৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্মা কুঁঠেতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলৈখনীমস্যাধারপূজাঙ্গতুতহোমকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিনং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যবণ্ডং হরিতকীফলং বা যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ॥” অনন্তর বৈগুণ্যসমাধান করিবে, যথা—“রিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাক্তরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিযৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্মা কুঁঠেতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলৈখনীমস্যাধারপূজাঙ্গতুতহোমকর্ম্মণি যৎশৌণ্ড্যং জাতং তন্মোঘ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণের্নাম স্মরণমহং করিষ্যে ॥” অতঃপর “ও বিষ্ণু” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া অজিহ্বাবধারণ করিবে, যথা—“ও কুঁঠেতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীলৈখনীমস্যাধারপূজাকর্ম্মসীভূতহোমকর্ম্মহচ্ছিন্নমন্ত ॥” ও অস্ত্র (প্রতিবচন)। অনন্তর ভগবৎ প্রণাম করিবে, যথা—“ও ব্রহ্মণ্যদেবার গো ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” ইতি যজুর্বেদি হোম প্ররোগ।



শ্রীশ্রীসরস্বতী স্তোত্রম্ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ—ওঁ সরস্বতীং নমস্যামি তেতনা হৃদি সংস্থিতাম্। কণ্ঠস্থং পদ্মায়োনিস্থং ত্রীং ত্রীংকারপ্রিতাং  
শুভাম্ ॥ ১ ॥ মতিদাং বরদাষ্টকং সর্বকামফলপ্রদাম্। কেশবস্যা শ্রিয়াং দেবীং বীণাহস্তাং বরপ্রদাম্ ॥ ২ ॥ ঐং ঐং মন্ত্রপ্রিয়াং নিত্যং  
কুমতিফলসংকারিণীম্। সুপ্রকাশাং নিরলঙ্ঘ্যমজ্ঞানতিমরিপহাম্। মোক্ষদাঞ্চ সদা নিত্যং শুভদাং শোভনপ্রিয়াম্। পদস্থিত কুণ্ডলিনীং  
গুরুবর্ণাং মনোহরাম্। আভিত্যমণ্ডলে লীনাং শ্রণামাকুলপ্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥ স্ববিরুবাচ—ইতি সংস্কৃতা দেবী বাণীশেন মহাছন্দা। আস্থানং  
দর্শয়ামাস শরনিধুসমপ্রভাম্ ॥ ৫ ॥ দেবুবাচ—বরং বৃণু বরং তে যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৬ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ—বরদা যদি মে দেবি  
নিমজ্জানং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭ ॥ দেবুবাচ—দত্তং তে নির্মলং জ্ঞানং কুমতিফলসংকারণম্। স্তোত্রেনানেন যে ভক্তা মাংস্তুবন্তি সদা নরাঃ।  
তে লভন্তে পরজ্ঞানং মমতুলা পরাক্রমম্ ॥ ৮ ॥ ত্রিসম্ভ্যাং প্রযতো ভূত্বা যন্তিদং পঠতে সদা। তস্য কণ্ঠে সদা বাসং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ  
॥ ৯ ॥ ইতি শ্রীবৃহস্পতিকৃতং শ্রীশ্রীসরস্বতীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসরস্বতী কবচম্ ॥ তৃণরুবাচ—ওঁ ব্রহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ। সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞানক সর্বৈস সর্বপূজিত ॥  
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রহ্মি বিশ্বজয়ং প্রভো। অজাতযাম মজ্জাণং সমুহ-সংযুতং পরম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ—শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্।  
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং ব্রহ্মতত্ত্বং শ্রুতিপূজিতম্ ॥ ১ ॥ উক্তং গোপোকে কৃষ্ণেণ মহাং বৃন্দাবনে বনে। রাসেশ্বরেণ বিভূনা রাসে চ

রাসমণ্ডলে ॥ ২ ॥ অতীৰ্ণ শোণনীয়াঞ্চ কল্পবৃক্ষ সমং পরম্। অশ্রুতাহুত মজ্জাণং সমুদ্রৈশ্চ সমধিতম্ ॥ ৩ ॥ যজ্ঞদ্বা পঠনাদ ব্রহ্মণ  
বুদ্ধিমাশ্চ বৃহস্পতিঃ। যজ্ঞতা ভগবন্ গুরু সর্বদৈতেষু পূজিতঃ ॥ ৪ ॥ পঠনাক্ষারণাদ বায়ী কবীন্দ্রো বায়্বিকী মুনিঃ। স্বায়ত্ত্ববো  
মনুশ্চৈব যজ্ঞতা সর্বপূজিতঃ ॥ ৫ ॥ কণাদো গৌতমঃ কণ্ডঃ পার্শ্বিনিঃ শাকটায়নঃ। গৃহ্যঙ্ককার যজ্ঞতা দক্ষঃ কাভ্যায়ন স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ কৃদ্বা  
বেদ-বিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ। চকার লীলামাত্রেন কৃষ্ণঐশ্বর্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ শীতাতপশ্চ সংবর্জ্যে বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। যজ্ঞদ্বা  
পঠনাদ্ গ্রহং যাজ্ঞবল্ক্যচকার সঃ ॥ ৮ ॥ স্বাশ্বশ্রুসো ভরদ্বাজশ্চাং ত্রীকো দেবলশ্রুত্বা। জৈগীষ্যবোহং জাবালীযজ্ঞতা সর্বপূজিতঃ ॥ ৯ ॥  
কবচস্যায় বিপেন্দ্র ঋষিরেব প্রজাপতিঃ। স্বয়ং বৃহস্পতিশ্রুত্বো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ সর্বভক্তপরিজ্ঞান সর্বার্থসাধনেষু চ।  
কবিতাসু চ সর্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১ ॥ ওঁ শ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা শিরো য়ে পাতু সর্বভক্তঃ। শ্রীং বাণসেবতায়ৈ স্বাহা ভালং  
মে সর্বদাবতু ॥ ১২ ॥ ওঁ সরস্বতৌ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্। ওঁ শ্রীং শ্রীং ভারতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ১৩ ॥ ওঁ শ্রীং  
বাণবাসিনৌ স্বাহা নাসাং মে সর্বতোবতু। শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবৌ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৪ ॥ ওঁ শ্রীং শ্রীং ত্র্যম্বো স্বাহেতী দন্তপংক্তৌ  
সদাবতু। ঐং ইতোক্ষারো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ১৫ ॥ ওঁ শ্রীং শ্রীং পাতু মে শ্রীবাং স্বচ্ছং মে শ্রীং সদাবতু। শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবৌ  
স্বাহা বক্ষ্যং সদাবতু ॥ ১৬ ॥ ওঁ শ্রীং বিদ্যাধরুপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্। ওঁ শ্রীং শ্রীং বাণৌ স্বাহোত মম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৭ ॥  
ওঁ সর্ববর্ষায়িকায়ৈ চ পাতুং সদাবতু। ওঁ বাণাধিষ্ঠাতৃদেবৌ চ সর্বাসি মে সদাবতু ॥ ১৮ ॥ শ্রীং সর্বকণ্ঠবাসিনৌ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।

ওঁ শ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিনৌ স্বাহাঘ্রিদিশি রক্ষতু ॥ ১৯ ॥ ওঁ ঐং শ্রীং শ্রীং শ্রীং সরস্বতৌ বধুজনসৌ স্বাহা। সততং মন্ত্ররাজোহং দক্ষিণে  
মাং সদাবতু ॥ ২০ ॥ ওঁ শ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈরুত্যাং মন্ত্রো মে সদাবতু। করিজিহ্বাগ্রবাসিনৌ স্বাহা মাং বাক্ষণেহবতু ॥ ২১ ॥  
ওঁ সদাধিকায়ৈ স্বাহা বায়বো মাং সদাবতু। ওঁ গদ্যপদ্যবাসিনৌ স্বাহা মামুত্তরেহবতু ॥ ২২ ॥ ওঁ সর্বশাস্ত্রবাসিনৌ স্বাহা ঐশান্যাং  
সদাবতু। ওঁ শ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চৌর্ধ্বং সদাবতু ॥ ২৩ ॥ ঐং শ্রীং পুণ্ড্রবাসিনৌ স্বাহাওঁ মাং সদাবতু। ওঁ গ্রহবীজরূপায়ৈ  
স্বাহা মাং সর্বদাহবতু ॥ ২৪ ॥ ইতি তে কথিতং বিগ্র সর্বমন্ত্রৌচবিগ্রহম্। ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিনম্ ॥ ২৫ ॥ পুরা  
জ্ঞাতং ধর্মকৃত্যং পর্বতে গন্ধমাদনে। তবোদ্রোহান্মরাত্যাং প্রবক্তব্যং ন কস্যাচিৎ ॥ ২৬ ॥ গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।  
প্রণম্য দণ্ডধুমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধী ॥ ২৭ ॥ পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধন্ত কবচং ভবেৎ। যদি স্যাৎ সিদ্ধ কবচো বৃহস্পতি সমো  
ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ মহাবাণীশ্চ কবীনন্দ ব্রহ্মোক্তবিজয়ী ভবেৎ। শতক্রোতি সর্বং হেতুঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ ইদং তে কাণ্ডশাখোক্তং  
কথিতং কবচং মুনৈ। স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্ধনং তথা ॥ ৩০ ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনাদসংবাসে  
শ্রীশ্রীসরস্বতীকবচং সমাপ্তম্।